গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাড়ী নং:-২৮৯, রোড- ১৯ বি, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপ্‌মেন্ট এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক (এডিএস)

১৬/১-বি, তল্লাবাগ, সোবহানবাগ, ঢাকা-১২০৭

সূচিপত্র

১. প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ঃ ০১

২. লক্ষ্য ঃ ০২

৩. উদ্দেশ্য ঃ ০২

৪. মূল কার্যক্রম ঃ ০২

৫. প্রশিক্ষণ ট্রেড ঃ ০২

৬. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন ঃ ০৩

৭. বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটির নির্বাচিত ১১২টি এনজিও'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ঃ ০৩

৮. বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প ঃ ০৪

৯. শিশুশ্রম জরিপ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ঃ..... ০৪

১০. শিক্ষক সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ ঃ ০৫

১১. কেন্দ্র ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) গঠন/সভা ঃ ০৫

১২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে বই বিতরণ ঃ ০৬

১৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন ঃ ০৭

১৪. কোঅর্ডিনেশন মিটিং ঃ ০৭

১৫. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন ঃ ০৮

১৬. শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষায় ঃ ০৮

১৭. উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ঃ ০৯

১. প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ঃ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDGs) বা বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। এ লক্ষ অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১-২০২২ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ সব কাজে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে (২০০১-২০০৪) ১০,০০০ জন শিশু , ২য় পর্যায়ে (২০০৫-২০০৯) ৩০,০০০ জন শিশু এবং ৩য় পর্যায়ে (২০১০-২০১৭) ৫০,০০০ জন শিশুসহ মোট ৯০,০০০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় জরীপের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১ লক্ষ শিশু শ্রমিককে নির্বাচিত করা হয়েছে। এ সকল শিশু শ্রমিককে ০৬ (ছয়) মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ও ০৪(চার) মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকালীন সময়ে নির্বাচিত প্রতি শিশু শ্রমিককে মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার মাত্র) টাকা করে বৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষিত সেরা শতকরা ১০ (দশ) ভাগ শিশু শ্রমিককে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এককালীন ১০,০০০ (দশ হাজার মাত্র) টাকা করে সিডমানি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২. লক্ষ্য ঃ

- বিভিন্ন সেক্টরে/ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের পর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- শিশুশ্রমের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আপাময় জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. উদ্দেশ্য ঃ

- বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনে অবদান রাখা।
- নির্ধারিত ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হতে শিশু শ্রমিক প্রত্যাহার করা।

৪. মূল কার্যক্রম ঃ

- ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ১ লক্ষ শিশুশ্রমিককে ৬ (ছয়) মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের পর বিভিন্ন ট্রেডে ৪ (চার) মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নির্বাচিত শিশুশ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে প্রতি মাসে ১০০০ (এক হাজার মাত্র) টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে যাতে তারা শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
- এনজিও কর্তৃক নির্বাচিত প্রশিক্ষিত সেরা শতকরা ১০ (দশ) ভাগ শিশুশ্রমিককে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এককালীন ১৩ হাজার টাকা সিডমানি প্রদান।
- শিশুশ্রমের বিরুপ প্রতিক্রিয়া নির্বাচিত শিশুর জন্য একটি ডাটা-বেজ ও ট্র্যাকিং প্রস্তুত করা।

৫. প্রশিক্ষণ ট্রেড ঃ

শিক্ষার্থীগণ নিম্নলিখিত ৯টি ট্রেডের মধ্যে তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ১টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

ট্রেডের নাম ঃ

১. ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং
২. ডবউটি পার্লার/ বিউটিফিকেশন
৩. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
৪. ব্লক বাটিক, প্রিন্টিং এন্ড এমব্রয়ডারী
৫. হস্তশিল্প/ হ্যান্ডিক্রাফট (বাঁশ, বেত ও স্ট্র কার্ড)
৬. ইড ওয়ার্ক (কার্পেনটিং)
৭. রেডিও টিভি মেকানিক্স (LED Smart TV)
৮. গাইকেল ও রিক্সা মেরামত
৯. ম্যাশন এ্যান্ড প্লাম্বিং

৬. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন ঃ

- ❖ প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ এনজিও ৮৯৩/৮৯২ শিশুর মধ্যে ২০ জনকে নিয়ে ১টি করে মোট ৪৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করবে।
- ❖ ট্রেড ভিত্তিক কেন্দ্র গঠন করতে হবে।
- ❖ প্রতিটি কেন্দ্র একক ট্রেড ভিত্তিক হবে।

৭. বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটির নির্বাচিত ১১২টি এনজিও'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ঃ

গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকায় বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **বেগম মন্নুজান সুফিয়ান,** মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, এমপি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন **জনাব মোঃ এহছানে এলহী**, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক **জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন।**

৮. বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কর্ম এলাকা	ওয়ার্ড	এলাকা	ছেলে	মেয়ে	মোট শিক্ষার্থী
এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপ্‌মেন্ট এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক	রংপুর	৮ নং	কার্তিক, সৎ বাজার, আরাজী গুলাই বুদাই, হাজির বাজার, মহব্বত খাঁ	৬২	১১৭	১৭৯
এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপ্‌মেন্ট এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক	হারাগাছ	১,২ ও ৩ নং	হরিণটারি, নয়াটারি, আদর্শপাড়া, নতুন বাজার, দালালহাট, দর্জিপাড়া, মুন্সিপাড়া, গফুরটারি, ফাতাংটারি, খামাড়, বিদ্যাপাড়া, ক্যানালটারি, ডেলকোটারি, জামানটারি	২৯৩	৪২১	৭১৪

৯. শিশুশ্রম জরিপ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ঃ

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ১০-১৬ বছর বয়সের যেসব শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত তাদেরকে খুঁজে বের করে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা। সেজন্য প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে কিছু সংখ্যক জরীপকর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত জরীপ কর্মীগণ প্রকল্পের নিয়ম-কানুন এবং কিভাবে সংশ্লিষ্ঠ শিশুদেরকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেটাকে সামনে রেখে জরীপ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা হয়।

শিশুশ্রমিক জরীপ ওরিয়েন্টেশনে সংস্থার নীতিনির্ধারক ও কর্মকর্তাগণ।

১০. শিক্ষক সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ:

প্রতি মাসের ১-৫ তারিখের মধ্যে শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের সতেজীকরণ প্রশিক্ষণ হয়। বিগত মাসের কার্যাবলী ও চলতি মাসের কার্যক্রমের উপর আলোচনা করা হয়। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন।

১১. কেন্দ্র ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) গঠন/সভা ঃ

প্রতিটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করার জন্য নতুনভাবে আলাদা করে একটি ৫ সদস্য বিশিষ্ঠ কেন্দ্র ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) গঠন করা হয়। কেন্দ্র ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ সংশ্লিষ্ঠ সরকারী মন্ত্রণালয়/ দপ্তরসমূহকে কার্যকর সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র প্রেরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত , প্রশিক্ষণকের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান সহ শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যকরি ভূমিকা পালন করেন।

১২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে বই বিতরণ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্পের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বই প্রকাশ করা হয়। বইগুলো বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। সেই সাথে প্রশিক্ষণ মডিউল বিতরণ করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন।

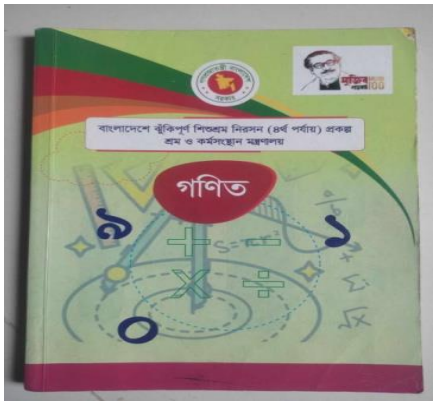

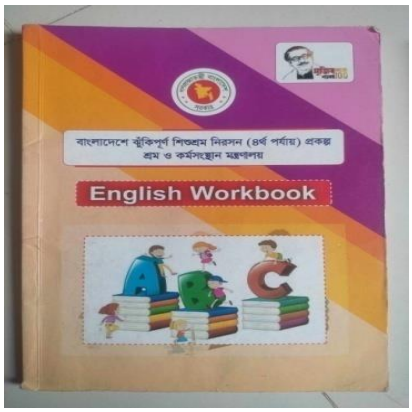

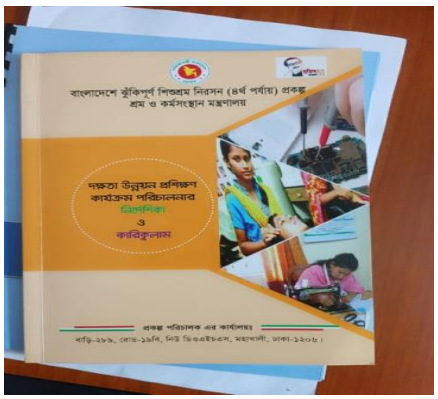

প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত বই এর নমুনা।

১৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন :

০৬ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা হচ্ছে কি-না তা মনিটরিং করার জন্য প্রকল্পঅফিস, স্থানীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণায়ের কর্মকর্তাবৃন্দসহ বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত আছেন।

১৪. মত বিনিময় সভা ঃ

প্রকল্পের প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ও সহকারী পরিচালক/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, সংস্থার এনজিও প্রধান/প্রকল্পে সংশ্লিষ্ঠ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে থানা/জেলা পর্যায়ে/ প্রকল্প কার্যালয়ে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বিস্তারিত নিয়ে মাসিক/ ত্রৈমাসিক মিটিং করে থাকেন। ছবিতে মত বিনিময় মসভায় উপস্থিত আছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: মনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব

১৫. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন :

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সেভ দ্য কান্ট্রি কর্তৃক পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

১৬. মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ০২টি ধাপে মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয়। ১ম ০৬ (ছয়) মাস পরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ও পরবর্তী ০৪(চার) মাস পরে দক্ষতা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন নেওয়া হয়।

১৭. উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ঃ

গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৮ নং ওয়ার্ডে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আব্দুস ছাত্তার অধ্যক্ষ, হারাপাছ সরকারি ডিগ্রী কলেজ, কাউনিয়া, রংপুর। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপ্‌মেন্ট এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক (এডিএস)।